SALTORA NETAJI CENTENARY COLLEGE

Department Of Philosophy

বিষয় :- অনুমানের শ্রেণীবিভাগ

PowerPoint Presentation by
LAXMAN DUTTA

ন্যায় মতে, অনুমানের শ্রেণীবিভাগ

নৈয়ায়িকরা তিনভাবে অনুমানের শ্রেণীবিভাগ করেছেন।

এগুলি হল -

(ক) উদ্দেশ্য অনুসারে

(খ) কার্যকারণ সম্বন্ধ অনুসারে

(গ) ব্যাপ্তি সম্বন্ধ অনুসারে।

উদ্দেশ্য অনুসারে অনুমানের শ্রেণীবিভাগ

ন্যায় মতে, উদ্দেশ্য অনুসারে অনুমান দুই প্রকার। যথা -
(১) স্বার্থানুমান ও (২) পরার্থানুমান।

স্বার্থানুমান

অনুমান কর্তা যখন নিজের জ্ঞান লাভের উদ্দেশ্যে অনুমান করেন, তখন তাকে স্বার্থানুমিতি বলে এবং তার করণকে স্বার্থানুমান বলা হয়।

স্বার্থানুমানকে ভাষায় বা বাক্যে প্রকাশ করতে গেলে তিনটি অবয়ব বা বাক্যের প্রয়োজন হয়। তাই স্বার্থানুমানকে 'ত্রিঅবয়বী ন্যায়' বলা হয়।যেমন -

পর্বতটি বহ্নিমান,
যেহেতু পর্বতটি ধূমবান এবং
যা ধুমবান তাই বহ্নিমান।

পরার্থানুমান

যখন কোন ব্যক্তি অপরের জ্ঞান লাভের উদ্দেশ্যে পক্ষে হেতুকে প্রত্যক্ষ করে সেখানে সাধ্যের অস্তিত্বকে অনুমান বা প্রমাণ করে, তখন তাকে 'পরার্থানুমিতি' বলে এবং তার করণকে 'পরার্থানুমান' বলা হয়।

পরার্থনুমানকে ভাষায় বা বাক্যে ব্যক্ত করতে গেলে পাঁচটি অবয়ব বা বাক্যের প্রয়োজন হয়। তাই পরার্থানুমানকে 'পঞ্চ-অবয়ব ন্যায়' বলা হয়। এই পাঁচটি বাক্য হল-

1. প্রতিজ্ঞা - পর্বতটি বহ্নিমান,
2. হেতু - যেহেতু পর্বতটি ধূমবান,
3. উদাহরণ - যা ধূমবান তাই বহ্নিমান। যেমন-রান্নাঘর,
4. উপনয় - পর্বতটি বহ্নিব্যাপ্য ধূমবান,
5. নিগমন - অতএব, পর্বতটি বহ্নিমান।

কার্যকারণ সম্বন্ধ অনুসারে অনুমানের শ্রেণীবিভাগ

ন্যায় মতে, কার্যকারণ সম্বন্ধ অনুসারে অনুমান তিনটি ভাগে বিভক্ত। যথা -

(১) পূর্ববৎ অনুমান ,

(২) শেষবৎ অনুমান ও

(৩) সামান্যতোদৃষ্ট অনুমান।

পূর্ববৎ অনুমান

'পূর্ব' শব্দের অর্থ হল 'কারণ' । অর্থাৎ যে অনুমানের ক্ষেত্রে কারণকে প্রত্যক্ষ করে অপ্রত্যক্ষিত কার্যের অনুমান হয়, তাকে 'পূর্ববৎ অনুমান' বলে।

যেমন - আকাশে ঘন মেঘ দেখে ভাবি বৃষ্টির অনুমান হল পূর্ববৎ অনুমান । এক্ষেত্রে 'ঘন মেঘ' হলো কারণ এবং 'ভাবি বৃষ্টি' হলো কার্য।

শেষবৎ অনুমান

'শেষ' শব্দের অর্থ হল 'কার্য'বা 'ফল'। অর্থাৎ যে অনুমানের ক্ষেত্রে কার্যকে প্রত্যক্ষ করে অপ্রত্যক্ষিত কারণকে অনুমান করা হয়, তাকে 'শেষবৎ অনুমান' বলে ।

যেমন - রাস্তাঘাট ভিজে ও কর্দমাক্ত দেখে অতীত বৃষ্টির অনুমান হল শেষবৎ অনুমান । এক্ষেত্রে 'অতীত বৃষ্টি' হল কারণ এবং 'রাস্তাঘাট কর্দমাক্ত' হলো কার্য।

সামান্যতোদৃষ্ট অনুমান

যে অনুমানের ক্ষেত্রে হেতু ও সাধ্য কার্যকারণ সম্বন্ধে আবদ্ধ নয় ; কেবলমাত্র বাস্তব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে সাধ্যকে অনুমান করা হয়, তাকে 'সামান্যতোদৃষ্ট অনুমান' বলে ।

যেমন - পূর্ণিমার রাত্রিতে আকাশে চন্দ্রের বিভিন্ন স্থানে অবস্থান প্রত্যক্ষ করে 'চন্দ্রগতিশীল'- এরূপ অনুমানই হল সামান্যতোদৃষ্ট অনুমান । কেননা বাস্তব অভিজ্ঞতায় একমাত্র গতিশীল পদার্থই স্থান পরিবর্তন করে থাকে।

ব্যাপ্তি সম্বন্ধ অনুসারে অনুমানের শ্রেণীবিভাগ

নব্য ন্যায় মতে, ব্যাপ্তি তিন প্রকার। যথা - অন্বয় ব্যাপ্তি, ব্যতিরেক ব্যাপ্তি এবং অন্বয়-ব্যতিরেক ব্যাপ্তি। তাই ব্যাপ্তি সম্বন্ধ অনুযায়ী তারা অনুমানকে তিনটি ভাগে ভাগ করেছেন। এগুলি হল -

(১) কেবলান্বয়ী অনুমান

(২) কেবলব্যতিরেকী অনুমান এবং

(৩) অন্বয়-ব্যতিরেকী অনুমান।

(১) কেবলান্বয়ী অনুমান

যেসব অনুমিতি কেবলমাত্র অন্বয় ব্যাপ্তি নির্ভর, তাদের 'কেবলান্বয়ী
অনুমান' বলে।

যেমন - এই ঘটটি জ্ঞেয় বস্তু
অতএব,এই ঘটটি অভিধেয়।

এই অনুমানে 'অভিধেয়ত্ব' সাধ্য এবং 'জ্ঞেয়ত্ব' হেতুর কেবল অন্বয়
ব্যাপ্তি সম্ভব।

(২) কেবলব্যতিরেকী অনুমান

যেসব অনুমিতি কেবল ব্যতিরেক ব্যাপ্তি নির্ভর,তাদের 'কেবলব্যতিরেকী অনুমান' বলে।

যেমন - যা অন্যান্য বস্তু হতে পৃথক নয় তা গন্ধযুক্ত নয়,যেমন- জল

পৃথিবীতে গন্ধ আছে

অতএব, পৃথিবী অন্যান্য বস্তু হতে পৃথক।

এই অনুমানে 'গন্ধবত্ব' হেতুটি কেবল ব্যতিরেকী লিঙ্গ। কারণ যেখানে

যেখানে গন্ধবত্ব থাকে সেখানে অন্য বস্তু হতে ভিন্নত্ব থাকে- এরূপ অন্বয় ব্যাপ্তির কোন দৃষ্টান্ত নেই।

(৩) অন্বয়-ব্যতিরেকী অনুমান

যেসব অনুমিতি অন্বয় এবং ব্যতিরেক- উভয়প্রকার ব্যাপ্তি নির্ভর তাদের 'অন্বয়-ব্যতিরেকী অনুমান' বলে ।

যেমন - সমস্ত ধূমযুক্ত বস্তু হয় বহ্নিযুক্ত,যেমন-পাকশালা
পর্বতটি ধুমযুক্ত
অতএব, পর্বতটি বহ্নিযুক্ত।
আবার , সমস্ত বহ্নির অভাববিশিষ্ট বস্তু হয় ধুমের অভাব বিশিষ্ট,যেমন-জলাশয়
পর্বতটি ধুমযুক্ত
অতএব পর্বতটি বহ্নিযুক্ত।

উক্ত অনুমান হল অন্বয়-ব্যতিরেকী; যেহেতু এই অনুমানের হেতু 'ধুম' অন্বয়- ব্যতিরেকী হেতু । কেননা ধূম ও বহ্নির ব্যাপ্তি অন্বয়ের দ্বারা যেমন জানা যায়, তেমনি ব্যতিরেকের দ্বারাও জানা যায়।

Thank You